দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শিক্ষা

আবু তাহের খান

গত ৪ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাগুরার এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রো ক্রেডিট) কর্মসূচির বিস্তৃতায়নসহ অন্যান্য কৌশলের কথা বলা হলেও শিক্ষাই যে দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল তা অনেকেই মনে মনে বুঝলেও এর আগ পর্যন্ত কিন্তু দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মুখ থেকে এ কথাটি কখনো গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ইদানীং ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, সেই এনজিওগুলোর অধিকাংশই দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেনি। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে তাদের অনুসৃত মুখ্য কৌশল হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, যে ক্ষুদ্র ঋণের প্রশংসায় আমাদের অনেক দাতা দেশ ও সংস্থাও পঞ্চমুখ। এমনকি এ ক্ষুদ্র ঋণের প্রশংসা শুনিয়ে শুনিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানও যে ঝালাপালা করে তোলা হচ্ছে তাও আমরা প্রায়শ পত্রিকার পাতায় লক্ষ্য করছি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, শিক্ষা ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র ঋণতো দূরের কথা, দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো কৌশলই যে সফল হতে পারে না এবং টেকসই (Sustainable) হতে পারে না সৃষ্ট তথাকথিত উন্নয়ন, তা শেষ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেই বলতে হলো। বিলম্বে হলেও তাঁর এ বক্তব্যের পর বাস্তবেও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে আশা করি।

চলতি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) শিক্ষা খাতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট ১৯৬ হাজার কোটি টাকার এ পরিকল্পনার আওতায় প্রায় সোয়া ১৪ হাজার কোটি টাকাই (মোট বরাদ্দের ১৪%) রাখা হয়েছে শিক্ষা খাতের জন্য, যার মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে সরকার নিজে। অর্থাৎ শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৩% হচ্ছে সরকারি খাতের বরাদ্দ, যা শিক্ষার প্রতি সরকারের আগ্রহ ও অঙ্গীকারাবদ্ধতারই প্রমাণ বহন করে। চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ দেশের প্রতিটি গ্রামে ন্যূনতম একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটিও নিঃসন্দেহে শিক্ষার সর্বজনীনতার প্রতি সরকারের সচেতন স্বীকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এতোকিছুর পরেও ঘটনা হচ্ছে যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের কোথাও কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শিক্ষাকে একটি কৌশল হিসেবে গ্রহণের কিংবা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনার কথা বলা হয়নি। বরং প্রধানমন্ত্রীই প্রথমবারের মতো বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন, যদিও ধারণা হিসেবে এটি নতুন কিছু নয়।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বর্তমানে দেশে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে অনুসৃত কর্মকৌশলগুলো কি কি? সরকারিভাবে গৃহীত কর্মকৌশলের আনুষ্ঠানিক ভাষ্য হিসেবে চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যেখানে ক্ষুদ্র ঋণকেই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে. 'পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সকল উদ্যোগই নেওয়া হবে ক্ষুদ্র ঋণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারণের জন্য' (পৃষ্ঠা-৫১)। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়ে অর্থাৎ এনজিওগুলোরও প্রধান বা প্রায় একমাত্র কাজ হচ্ছে এই ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ। মোট কথা, সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই ক্ষুদ্র ঋণকেই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণই কি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে বা ক্ষুদ্র ঋণ কি সত্যি সত্যি দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ও টেকসই অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে? জবাব হচ্ছে, না। ক্ষুদ্র ঋণ বা এ ধরনের কোনো আনুষঙ্গিক (Secondary) কার্যক্রম কখনোই দারিদ্র্য বিমোচনের মৌলিক কৌশল হতে পারে না এবং ফলে স্বভাবতই দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তা তেমন কোনো কার্যকর অবদানও রাখতে পারছে না। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রকৃতপক্ষেই যা সবচেয়ে মৌলিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তা হলো সমাজের বিত্তবান মানুষের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। শিক্ষাই দরিদ্র মানুষকে তার নিজের দরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য কি করণীয় এবং কিভাবে তা করতে হবে, সে পথ বাতলে দেবে। সেক্ষেত্রে সে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করবে নাকি বড়ো ঋণের আশ্রয় নেবে, সে সিদ্ধান্তও সে নিজেই নিতে পারবে। কিন্তু শিক্ষাবিহীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটিয়ে শুধু ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ফলে দারিদ্র্যতো দূর হচ্ছেই না, বরং সে ঋণ নিয়ে দরিদ্র মানুষ এমনভাবে দেনার দুষ্টচক্রে (Vicous circle) আটকে যাচ্ছে যে, প্রায়শই সে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না এবং তারচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে যে, এ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্যমুক্ত মানুষ হয়ে উঠবার ব্যাপারে তার ভিতরকার সব সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আসলে শিক্ষাবিহীন এ ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোতে দরিদ্র মানুষকে একেবারে মরতে না দিয়ে কোনোরকমে বাচিয়ে রেখে প্রকারান্তরে দারিদ্র্যকে টিকিয়ে রাখার পুঁজিবাদী দেশগুলোর একটি কৌশল মাত্র। এতে তাদের লাভ ও লক্ষ্য মূলত কয়েকটি: ১. তাদের ওপর দরিদ্র দেশগুলোর নির্ভরতার ধারা অব্যাহত রাখা, যাতে তাদেরকে (দরিদ্র দেশগুলোকে) নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়; ২. ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও ভোগ প্রবণতা সৃষ্টি করা, যাতে এরা উন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাবনাময় ক্রেতা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে; ৩. পুঁজিবাদী দেশগুলোর পুঁজি ও অন্যান্য উপাদানের অন্যায় ও অন্যায্য আচরণের বিরুদ্ধে অনুন্নত দেশগুলোতে যাতে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে না পারে। ফলে এ অবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ নয়– শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হবে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল, যেমনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন।

শিক্ষা, দরিদ্র মানুষকে তার দারিদ্র্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করতে পারে মূলত দুভাবে : এক. সাধারণ শিক্ষা তার নিজের ভিতরে ধারণা ও চেতনার উন্মেষ ঘটাবে, যা তাকে সাহায্য করবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কী করতে হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য; দুই. কারিগরি শিক্ষা তার কর্মদক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে, যা ব্যবহার করে সে তার দারিদ্র্য ঘুচাতে পারবে। আর এ উভয় দিক বিবেচনা করে শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক করণীয় হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাকে শুধু খাতা-কলমে বাধ্যতামূলক করা নয়– বাস্তবেও প্রতিটি শিশুর জন্য সে শিক্ষা নিশ্চিত করা। প্রাথমিক শিক্ষাকে ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক করা হলেও দরিদ্র পরিবারগুলোর সিংহভাগ স্কুলবয়সী শিশু এখনো বিদ্যালয়ে যায় না। আর যারাওবা যায় তাদের সিংহভাগ আবার ঝরে যায় প্রাথমিক শিক্ষা (পঞ্চম শ্রেণী) সমাপ্ত করার আগেই। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কাজে লাগাবার বিষয়টি এখনো পর্যন্ত বাস্তবে প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। আর হয়তোবা সে কারণেই বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা এখনো এতোটা মন্থর।

প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে, যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর তেমন কোনো কারিগরি দক্ষতা প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ উৎকর্ষের যুগে কারিগরি দক্ষতাবিহীন মানুষের পক্ষে তার শ্রমকে কাজে লাগাবার সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূর করার জন্যই শুধু নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেও দেশে একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সামগ্রিক শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার যোগ থাকা আবশ্যক। এজন্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই পাঠ্যসূচিতে সাধারণ বিষয়ের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ব্যবহারিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে বর্তমানে যেসব ঋণ কর্মসূচি চালু আছে সেগুলোর সঙ্গে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি তথা দক্ষতা উন্নয়ন (Skill Development) প্রশিক্ষণকে যুক্ত করতে হবে যাতে ঋণগ্রহীতা ওই ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লোক বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এদের জীবন থেকে রাতারাতি দারিদ্র্য দূর করার সহজ ও সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বহুল আলোচিত ও 'অতি জনপ্রিয়' যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু আছে, তা দাতাদের উদ্দেশে প্রণোদিত প্রশংসাধন্য চোখ ঝলসানো (eye wash) সাময়িক উদ্যোগ মাত্র। এ ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কোনো সমাধান নয়। দেশ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূর করতে হলে সর্বাগ্রে সমস্যার মূলে আঘাত হানতে হবে। প্রথমেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে 'কেন সে দরিদ্র' তা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে দেওয়ার লক্ষ্যে তার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আর দরিদ্র মানুষের জন্য সে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে কেবল একটি সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সরকার এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেরূপ একটি সরকারের উপস্থিতি নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রকৃত জবাবদিহিতাপূর্ণ গণতন্ত্র। অতএব সেদিক থেকে গণতন্ত্রই আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রথম পূর্বশর্ত, যে শর্তের পরিপূরক ধারণা হিসেবে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে। সে ব্যবস্থাই দরিদ্র জনগণকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে।

অতএব দাতাদের পরামর্শে নয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের চমক সৃষ্টিকারী পরামর্শেও নয়– এ দেশের জনগণের প্রকৃত সমস্যা ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখেই দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ বিষয়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

আবু তাহের খান : লেখক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন।